অধ্যায় ৩ : পদাবলি সাহিত্য—১

বিন্যাস ক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৩.২ পরিচিতি

৩.৩ পদ— সই কেবা শুনাইল শ্যাম

৩.৩.১ মূল পাঠ

৩.৩.২ শব্দার্থবোধ

৩.৩.৩ গদ্যরূপ

৩.৩.৪ পদকার পরিচিতি

৩.৪ পূর্বরাগের পর্যায়ের পদ হিসেবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ

৩.৫ পদ— কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল

৩.৫.১ মূল পাঠ

৩.৫.২ শব্দার্থবোধ

৩.৫.৩ গদ্যরূপ

৩.৫.৪ পদকার পরিচিতি

৩.৬ অভিসার পর্যায়ের পদ হিসাবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ

৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৩.৯ অতিরিক্ত পঠন

৩.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বৈষ্ণব পদাবলি শাস্ত্রের রস পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নির্বাচিত পদ অনুসরণে পূর্বরাগ ও অভিসার পর্যায়ের বিশদ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যর ইতিহাসে ষোল থেকে আঠার শতক পর্যন্ত প্রায় তিন'শ বছর ধরে বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছে। গীত হওয়ার উপযুক্ত ও ভণিতা সম্বলিত ছন্দোবদ্ধ রচনা 'পদ' নামে পরিচিত। প্রেমের বিভিন্ন ভাবকে অবলম্বন করে এই বৈষ্ণব পদগুলি রচিত। চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্ণবপদের ভাব ও রসের ক্ষেত্র দর্শনের প্রভাব জনিত কারণে সম্প্রসারিত হয়। পূর্ববর্তী পদগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় বাৎসল্য ও সখ্য রসের নতুন পদাবলি। মূলত বৈষ্ণব পদকারদের কাছে বৈষ্ণব কবিতা ছিল বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য, যদিও এই অনুশাসনে চৈতন্য পূর্ব পদাবলি সাহিত্যকে ধরা যায় না। পরবর্তীতে মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণব পদও পাওয়া যায়। যেমন আফজল, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, আলি রজা প্রমুখ মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্যলীলা, রাগানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ক পদ এমনভাবে রচনা করেছেন যে, বৈষ্ণব কবিকৃত পদাবলি থেকে সেগুলিকে পৃথক করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন মুসলমান কবিরা হয়তো সুফিতত্ত্বের আলোকে শ্রীচৈতন্যকে পীর-গুরু এবং রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার বিশেষ প্রতীকরূপে দেখেছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলির পদকর্তা হিসেবে ষোল শতকে মুরারি গুপ্ত, বিদ্যাপতি, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস; সতের শতকে কবিরঞ্জন (ছোট বিদ্যাপতি), কবিশেখর, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম দাস, রামগোপাল দাস; আঠার শতকে বৈষ্ণব দাস, চন্দ্রশেখর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী, যদুনন্দন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সকল পদকারদের মধ্যে আবার বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন, যদুনন্দন প্রমুখ শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার। বিভিন্ন ভাবের পদ রচনা করেও বিদ্যাপতি যেমন বিরহের পদ ও প্রেম-মিলনের পদ রচনায় চণ্ডীদাস অধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, আবার জ্ঞানদাস অনুরাগের এবং অভিসারের পদ রচনায় গোবিন্দদাস দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই সকল পদকারদের পদ শিল্পের ঔজস্বীতায় ধর্মের মোড়ক ভেদ করে সার্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনা করার উর্দ্ধে বৈষ্ণব কবিরা মর্ত্যের নরনারীর আবেগ-অনুভূতিকেও স্পর্শ করেছেন। ফলত তাঁদের ভাব এবং ভাষার কুশলতায় বৈষ্ণব কবিতার এক অর্থ অপ্রাকৃতলোকে আধ্যাত্মিকতার দিকে গেছে, অপর অর্থ মর্ত্যের মানব-মানবীর সুখদুঃখপূর্ণ চিরন্তন প্রেমের দিকে গেছে।

৩.৩ পদ— সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

৩.৩ .১ মূল পাঠ :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখি তারে ।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী- ধরম কৈছে রয় ।।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি, হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ।।

৩.৩.২ শব্দার্থবোধ : সই- সখী, কেবা- কোনজন, শুনাইল- শোনাল, শ্যাম- কৃষ্ণ, মরমে- মর্মে, পশিল- প্রবেশ করল, আকুল- উদ্বেগপূর্ণ, বদন- মুখ, জপিতে- জপ করতে, অবশ- যা বশে থাকে না, পরতাপে- প্রতাপে, ঐছন-এইরূপ, অঙ্গের- শরীরের, পরশে- ছোঁয়ায়, বসতি- আবাসস্থল, ধরম- ধর্ম, পাসরিতে- ভুলে যেতে, কুলবতী- কুল বা বংশের নারী, যাচায়- পরীক্ষা করে।

৩.৩.৩ পদটির গদ্যরূপ : এখানে শ্রীরাধিকা তার প্রিয় সখীকে বলছেন কোনজন তাকে কৃষ্ণের নাম শুনিয়েছেন যার ফলে তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে। তিনি আরও জানান কৃষ্ণ নামের মধু যেন নিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে এবং তিনি সেই নামই জপ করে চলছেন, তাই আকাঙ্ক্ষা কী উপায়ে তিনি কৃষ্ণকে পাবেন। কৃষ্ণের সান্নিধ্য পেতে অধীর রাধা নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন যে, যদি নাম শুনেই তাঁর এমত অবস্থা হয় তবে অঙ্গের পরশ পেলে তাঁর কী অবস্থা হবে। চোখে যদি তিনি কৃষ্ণকে দেখতে পারেন তবে তাঁর যুবতী ধর্ম সার্থকতা পেত বলে তিনি জানালেন। কখনো কখনো এই অস্থিরতা থেকে বাঁচতে তিনি কৃষ্ণ নামকে মন থেকে সরানোর বৃথা চেষ্টা করেছেন। তাই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলেছেন কুলবতীর কুল নাশ করে কৃষ্ণ আপন যৌবনের আকর্ষণ শক্তিরই পরীক্ষা নেন।

৩.৩.৪ পদকার পরিচিতি : বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-আস্বাদিত চণ্ডীদাসের পদ নিয়ে কবির আত্ম পরিচয় নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বর্তমান ছিলেন- সাধারণত এই সিদ্ধান্ত সর্বজন স্বীকৃত। চণ্ডীদাস সমস্যা-সৃষ্টির পূর্বে যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলি বাঙালির মন কেড়ে নিয়েছিল, সেই পরমস্বাদু পদগুলিকেই 'বৈষ্ণবমহাজনপদ' নামে অভিহিত করা হয়। এইসব পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' এবং 'দীন' রয়েছে, আবার উপাধিহীন (অর্থাৎ, দ্বিজ, দীন, বড়ু ইত্যাদি উপাধিহীন) পদও রয়েছে। চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-পরিচয় ঘন রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। এক বা একাধিক

চণ্ডীদাস 'বাসুলী-সেবক' ছিলেন। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল বীরভূম জেলার নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা।

চৈতন্য-পূর্ব যুগে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে যাঁরা পদ রচনা করেছেন, তাঁরা নিজেরাই যেন সেই লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীমতী রাধার সঙ্গে গভীর একাত্ম বোধ করেছিলেন। চৈতন্যোত্তরকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায় পদকর্তারা চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ করেন। এই বিচারে, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত উৎকৃষ্ট পদগুলি সবই চৈতন্য-পূর্ব যুগেই রচিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করতে হয়। চণ্ডীদাসের এই ভাবতন্ময়তা এবং একাত্মতাবাধেই যে তার কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং বহিরঙ্গে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যে কেন চণ্ডীদাস বাঙালির এমন আপনজন বলে গণ্য হতেন। আমরা জানি কাব্যের অনলঙ্কৃত সৌন্দর্য সরাসরি পাঠকমনকে স্পর্শ করবে এবং কবিতে ও পাঠকে একটা সাহিত্যবোধের সেতুবন্ধন ঘটবে। তাই রাধাভাবে তন্ময় চণ্ডীদাস যখন আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' তখন যেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনেও সাড়া জাগে। এই শ্যাম নাম বিরহ-ব্যাকুল পাঠকদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তাদের হৃদয়কেও তোলপার করে তোলে।

রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে চণ্ডীদাস ঐ লীলাপর্যায়ের বিভিন্ন দিককেই প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র যে তিনি অসাধারণ সাফল্য-অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তা কিন্তু নয়, তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রীমতী রাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস এক নতুন ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কবি বিদ্যাপতি এবং অপর সকলেই পূর্বরাগের পদে শ্রীমতীর লীলাচঞ্চল রূপটিই ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদেও রাধার মনে বিরহ বেদনার অব্যক্ত আকুতিকেই রূপায়িত করেছে আপন অনুভূতির ঐন্দ্রজালিক তুলি স্পর্শে। প্রেমের এই শুরুর লগ্ন থেকেই চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রেমের বিষামৃত-পানে যন্ত্রণাদীর্ণা। অন্তরধনে ধনী রাধিকা তাই কৃষ্ণসমর্পিত প্রাণা, তিনি তার সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করে বসে আছেন। কাজেই দেহসৌন্দর্যে তাকে মুগ্ধ করবার ভাবনা তার কল্পনায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনা মাত্র যিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন, কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে তিনি অবশচিত্তা, শ্যাম-সদৃশ মেঘের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দ লাভ করেন, সেই যৌবনে-যোগিনী শ্রীমতী রাধিকার মনে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হলেও তার প্রকাশ যে অপর সকলের মতো হবে না—সেটাইতো স্বাভাবিক; কারণ এ রাধিকার স্রষ্টা ভাবের কবি চণ্ডীদাস, তিনি নিজে রাধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন বলেই হয়তো কবি নিজস্ব অনুভূতি রাধায় সংক্রামিত করেছেন। এভাবেই বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস অনন্য এক প্রতিভার সাক্ষর হিসেবে রয়ে গেছেন।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। কবি চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৪ পূর্বরাগের পর্যায়ের পদ হিসেবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ

বৈষ্ণব পদাবলি মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্মাসূচক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে পদ রচনা করেছেন। এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনের প্রথম পর্যায় হল পূর্বরাগ। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আকর গ্রন্থ 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।"

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অর্থাৎ যে রতি মিলনের পূর্বে নায়ক নায়িকার উভয়ের মনে উদিত হয় এবং দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির ফলে যে আস্বাদময়ী অনুরক্তি জন্মে তারই নাম পূর্বরাগ। নায়ক নায়িকার দর্শন- সাক্ষাতে দেখে, ছবির মাধ্যমে বা স্বপ্নের মধ্যে দেখে ঘটতে পারে। আবার তারা সখী, দূত বা অন্য কারও সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারেন। এছাড়াও নাম শুনে, বংশীধ্বনি শুনে বা অন্য কোন গুণীজনের মুখে শোনার ফলে, বা গুণ কীর্তনে আসক্তির কারণেও এই অনুরাগ জন্মাতে পারে। ফলে নায়ক-নায়িকারা পরস্পরকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। এরফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় নানা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করা যায়। যে পদে নায়ক-নায়িকার এই অস্বাভাবিকত্বের বর্ণনা করা হয় সেগুলিকেই পূর্বরাগ বিষয়ক পদ বলে। পূর্বরাগের ফলে দশটি দশা দেখা যেতে পারে। যেমন লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়াগ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

আলোচ্য পদটি বৈষ্ণব পদাবলির পূর্বরাগ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। আলোচ্য পদে মিলনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, আকুতি রয়েছে সার্থক মিলনের কিন্তু এ কেবল আবেদনমাত্র মিলনের চিহ্নমাত্র এ কবিতায় নেই। তাই নাম শুনেই রাধার মনে আকুলতা এই পদে প্রকাশিত। রাধা তাই তার প্রিয় সখীকে জানিয়েছেন—

"সই কেবা শুনাইলো শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

—অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম শুনে রাধা এই প্রেমাকুতি পূর্বরাগের অবস্থাকেই প্রতিপন্ন করে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের যে দশ দশার কথা বলেছেন তার লালসা ও বৈয়াগ্র দশাও এই পদে লক্ষণীয়। যদিও এখানে বলে রাখা ভালো যে, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদগুলো যেহেতু বৈষ্ণব দর্শন আবির্ভাবের পূর্বে তাই দর্শনের গভীর অনুশাসন চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদের পাশাপাশি এই পদেও নেই।

তা সত্ত্বেও পূর্বরাগের চিন্তনেই এই পদটি এক অলৌকিক যোগে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই রাধা যখন বলেন—

"নাম- পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

—মিলনের এই গভীর লালসা তো পূর্বরাগের দশ দশারই কেন্দ্রীভূত। প্রিয়ের নাম শুনে আকুল প্রাণা রাধা যেন এখানে পূর্বারাগের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে পূর্বরাগ যেহেতু বিপ্রলম্ভ পর্যায়ভূক্ত তাই এখানে বেদনা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা সম্ভব হবে যে চণ্ডীদাসের রাধা মানেই যেন বিরহের পবিত্র আগুন পানে অগ্নিশুদ্ধ। প্রেমের আত্ম নিবেদনে সে 'যৌবনে যোগিনী'; আলোচ্য পদটিতেও সেই যোগিনী রাধিকার প্রতিমূতি স্পষ্ট। আসলে চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমে সুখ, উল্লাস ও আনন্দের চেয়ে কাতর বেদনারই সর্বময় অধিকার। মূলত চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমের সাধনায় রত যে সাধনা পূর্বরাগের পথ হয়েই কৃষ্ণে পৌঁছুতে চায়। তাই সার্বিক বিচার আলোচ্য পদটি সার্থক পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ, এ বিষয়ে কোনোরূপ বিরোধ নেই।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। বৈষ্ণব পদাবলিতে পূর্বরাগের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৫ পদ— কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল

৩.৫.১ মূল পাঠ :

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি।
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে ।।
গুরুজন বচন বধির সম মানই

আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।

৩.৫.২ শব্দার্থবোধ : কণ্টক- কাঁটা, কমল- পদ্ম, মঞ্জির- নূপুর, চীরহি- কাপড়ের টুকরো, গাগরি- কলসী, ঢারি- উঠোন, দূতর- দূরবর্তী, পন্থগমন- পথ হাটা, তিমির- অন্ধকার, কঙ্কন- কাঁকন, ফণি- সাপ, শিখই- শিক্ষা গ্রহণ, বধির- কালা, আন- অন্য, মুগধী- মুগ্ধা, পরমাণ- প্রমাণ।

৩.৫.৩ গদ্যরূপ : উঠোনে কাঁটা পুঁতে কাপড়ের টুকরো দিয়ে নূপুরের মুখ বেঁধে, কলসীর জল উঠোনে ঢেলে উঠোন পিচ্ছিল করে তার উপর পদ্মের মতো পায়ের পাতা ফেলে আঙ্গুল চেপে রাধা চলে। হরি অভিসারে যাবার জন্য গৃহে রাত্রি জেগে থেকে রাধা দূরবর্তী পথ গমনাগমন সাধনা করে। অন্ধকারে পথ চলার আশায় রাধা দুটি হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে আসে যায়। সর্প গুরুদের (ওঝা) কাছ থেকে হাতের কাঁকন পণ দিয়ে সাপের মুখ বাঁধার ওষুধ ও মন্ত্র শিক্ষা করে। গুরুজনের বচনে বধির হয়ে থাকে; এক শুনতে অন্য কথা বলে। পরিজনের কথায় মুগ্ধার মতো হাসে। গোবিন্দদাস তারই প্রমাণ।

৩.৫.৪ পদকার পরিচিতি : চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম কবি গোবিন্দদাস। যৌবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়ে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' আয়ত্ব করে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসরণে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলি রচনা করেন। তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে অভিহিত করা হয়। গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। 'ভক্তমাল গ্রন্থ', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' এবং রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' থেকে কবির সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে এক বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চিরঞ্জিত সেন মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক জানা না গেলেও গবেষকেরা অনুমান করেন যে তিনি ষোড়শ শতকে মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রথম ভাগে গোবিন্দদাস শাক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। বৈষ্ণবধর্মে তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। যৌবনের শেষভাগে রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। তখন তাঁর দাদা রামচন্দ্রের সহায়তায় শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দদাসকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দদাসের বয়স তখন চল্লিশ। শ্রীনিবাস আচার্যের পরামর্শে গোবিন্দদাস 'গীতামৃত' রচনা করেন। মুগ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি, রূপানুরাগের কবি। তিনি ভক্তি ও রূপের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্যসাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর পদাবলি ভাষা, অলংকার ও ছন্দের সৌন্দর্যে এবং ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। তাঁর ভক্তি যত বেড়েছে, যতই তিনি সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছেন, ততই এই রূপমুগ্ধতা তাঁকে নিয়ে গেছে পূর্ণতার দিকে। রাসাভিসারের পদে গোবিন্দদাসের জুড়ি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে কম। তার এই পর্যায়ের পদে ছন্দ, সুর, ভাব ও ভাষায় যে স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ঝরে পড়ে, তা তাঁর কবিত্ব শক্তিকে

অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট। তবে শুধু রাসাভিসারই নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের জুড়ি নেই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মনে করেছেন যে, অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে বিবর্তনের পথে মানবজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে অভিসারের ধারণাটি সম্পৃক্ত। অভিসারের অর্থ কেবলমাত্র সঙ্কেত স্থানে মিলনার্থে প্রণয়ী-প্রণয়িণীর গুপ্তযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অভিসারের বৃহৎ অর্থ হল কাম্যবস্তু লাভে কঠোর কৃচ্ছসাধন। জয়দেব অভিসারের কথা বলেছেন কোমল-কান্ত সুরে, কিন্তু গোবিন্দদাসের অভিসার অনেক পরিণত। এই অভিসার সাধনার নামান্তর। এজন্যই তাঁর রাধাকে গভীর অধ্যবসায় করতে হয়, প্রিয় মিলনের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ কাটা পুঁতে, জল ঢেলে পিচ্ছিল উঠোনে হেটে কৃচ্ছসাধন করতে হয়। এছাড়াও গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য পদ যেমন পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। তাঁর রাধার মধ্যেও বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, মান-অভিমান, কলহান্তরিতা দশা লক্ষিত হয়। বিদগ্ধ গোবিন্দদাস অন্তর-সংঘাতে বিধ্বস্ত রাধার আত্মগ্লানি, দীনতা, মিনতি পরিস্ফুট করেছেন উৎকৃষ্ট ভাব ও ভাষায়। তবে বিরহের পদে তাঁর সার্থকতা নেই। তিনি আরাধনার কবি। প্রেমের কবি। তাঁর রূপোল্লাসের প্রদীপে বিরহের অন্ধকার অপহৃত হয়েছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘গ’

১। ‘কণ্টক গাড়ী কমলসম’ পদটির গদ্যরূপ ব্যাখ্যা তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৬ অভিসার পর্যায়ের পদ হিসাবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ

অভিসার শব্দের অর্থ সংকেত স্থানে গমন। যদিও বৈষ্ণব রসভাষ্যে এটি হল নায়ক বা নায়িকার প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কেতস্থানে গমনকে অভিসার বলা হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে একটি বিশেষ নায়িকা হল অভিসারিকা। ‘উজ্জ্বলনীলমণি’তে অভিসারিকার বিষয়ে বলা হয়েছে–

“যাভিসরতে কান্তং স্বয়ং ব্যাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।”

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অর্থাৎ যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাকেই বলে অভিসারিকা। জ্যোৎস্নী এবং তামসীভেদে ইনি দ্বিবিধা। এই নায়িকা কান্তসমীপে গমনকালে লজ্জায় যেন স্বীয় অঙ্গে লীন হয়ে থাকেন, এঁর কঙ্কণকিঙ্কিণি ও নূপুরাদি-ভূষণ নিঃশব্দ থাকে, অবগুণ্ঠনবর্তী হয়ে ইনি স্নেহপরায়ণা একটিমাত্র সখীর সঙ্গে অভিসার করেন। অবশ্য বৈষ্ণব পদে অভিসারিকার কেবল এই দুটি রূপই নয়, আরও রূপের বর্ণনা আছে। পদাবলি সাহিত্যের পদকর্তাগণ অষ্টবিধ অভিসারের পদ রচনা করেছেন,

এগুলো হলো—জ্যোৎস্নাভিসার, তামসী অভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, উন্মত্তাভিসার ও সঞ্চরাভিসার।

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসরণে নায়িকা নায়ককেও অভিসার করাতে পারেন কিন্তু এর তত প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা নেই। যদিও পদাবলি সাহিত্যে কৃষ্ণেরও অভিসার আছে। তবে অভিসারের প্রকৃত মাহাত্ম্য রাধার অভিসারের মধ্যেই নিহিত। প্রেমের মধ্যে যে ত্যাগের অমোঘ বীর্য নিহিত আছে তার বলেই প্রেমাস্পদের জন্যে নায়িকার সর্বপ্রকার দুঃখক্লেশ বরণের শক্তি জন্মায়। প্রেমের জন্য এই স্বার্থত্যাগ এবং কষ্টস্বীকার পদাবলি সাহিত্যেরই শুধু সম্পদ নয়, এর পেছনে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় মহান ঐতিহ্য। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'উমা' এবং 'কাদম্বরী' কাব্যের 'মহাশ্বেতা'ও দুঃখের দহনে নিজেদের অগ্নিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং অভিসার কেবলমাত্র প্রিয় সান্নিধ্যে গমন নয়, এ এক গভীর কৃচ্ছ সাধন, যা নায়িকা তার সাধ্য স্বরূপ প্রেমকে পাওয়ার লক্ষ্যে করে থাকেন।

আলোচ্য পদটিতে রাধার এই কৃচ্ছসাধনের চিত্ররূপ তীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে। রাধা চায় কৃষ্ণ সান্নিধ্য, কিন্তু এ প্রেম যে স্বয়ং কৃষ্ণ প্রেম অর্থাৎ সাধ্যের অন্তিম পর্যায়। তাই সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্যই রাধার এই অতিমাত্রিক সাধনা। সে কুলবতী নারী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে তার সংসার তাদের সকলে রক্তচক্ষুর উর্দ্ধে গিয়ে রসিকশেখর কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে হলে তো একটি পূর্ব প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন। তাই প্রেমের চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব রাধা বাড়ির উঠোনে কাঁটা প্রতিস্থাপন করে, উঠোনে জল ঢেলে রাধা একপ্রকার অভিসার যাওয়ার মহলা করছে। আর এটুকুতেই থেমে থাকা নয় তার প্রস্তুতিতে আরও রয়েছে—

"করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে ।।"

—বোঝাই যাচ্ছে রাধা এখানে তামসীভিসারের অংশী। যে অন্ধকারে কীভাবে পথ হাঁটতে হবে তার জন্য আগে থেকেই নিজের শিক্ষা সেরে রাখছে। তবে কবি গোবিন্দদাস জল ঢেলে উঠোন পিচ্ছিল করার মধ্যে হয়তো বর্ষাভিসারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। সে যা হোক ভাব ও ভাষায় আলোচ্য পদটি যেমন বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অনবদ্য একটি পদের উদাহরণ ঠিক তেমনি আলোচ্য পদটি অভিসার পর্যায়ের পদেরও সার্থক উদাহরণ।

৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক নিদের্শন। রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম লীলাকে আরাধ্য করে এই সকল পদের হয়ে উঠা। এখানে তাই বেশিরভাগ পদকর্তাই হলেন ভক্ত

কবি। আসলে রাধা কৃষ্ণের এই প্রণয় লীলায় যে ঐশ্বরিক দীপ্তি রয়েছে তা বাংলার এই সকল বৈষ্ণব পদকার সার্থক ভাবেই লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। চৈতন্য জন্মের পূর্বের পদকর্তাদের সম্মুখে দর্শনের সেই গভীর বেঁড়াজাল না থাকলেও তাঁরা কেউই সেই শাশ্বত প্রেমের পরিমণ্ডলকে উলঙ্ঘন করেননি। তাই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য হবার পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার আরাধ্য রসামৃতও বটে।

৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বৈষ্ণব দর্শনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানা সম্ভব হল।
- বৈষ্ণব পদাবলির দুটি ভিন্ন ধারার দুটি বিশিষ্ট পদ, অর্থসহ তাদের সামগ্রিক অর্থ বোঝা সম্ভব হল।
- বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য চণ্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া গেল।
- পূর্বরাগের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বোঝা সম্ভব হল।
- অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের অবদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হল।

৩.৯ অতিরিক্ত পঠন

1. চট্টোপাধ্যায়, অশোক (১৪১৯ বঙ্গাব্দ); বৈষ্ণব পদাবলী; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (১৯৭০); উদ্বাস্তু; কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড
3. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ); বৈষ্ণব পদাবলী; কলকাতা : সাহিত্য সংসদ
4. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৬); বৈষ্ণব পদাবলী : পদ ও পদকার; কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
5. সেন, সুকুমার (২০১৫); বৈষ্ণব পদাবলী; নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি

৩.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘ক’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর: বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-আস্বাদিত চণ্ডীদাসের পদ নিয়ে কবির আত্ম পরিচয় নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে..... চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বর্তমান ছিলেন-সাধারনত এই সিদ্ধান্ত সর্বজন স্বীকৃত। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর: বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে পদ রচনা করেছেন। .....যেমন লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়াগ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'গ' ১। নং প্রশ্নের উত্তর: উঠোনে কাঁটা পুঁতে কাপড়ের টুকরো দিয়ে নূপুরের মুখ বেঁধে..... অন্ধকারে পথ চলার আশায় রাধা দুটি হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে আসে যায়। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। পূর্বরাগের পদ রচনায় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। আপনার পঠিত পদের অর্থ বিশ্লেষণ করে পূর্বরাগের পদ হিসাবে এটি কতখানি সার্থক বিচার করুন।

৩। অভিসার পর্যায়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করে, এই বিভাগে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৪। আপনার পঠিত অভিসার পর্যায়ের পদে অভিসারের লক্ষণ কতখানি ফুটে উঠেছে আলোচনা করুন।

৫। কবি চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয়ের বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৬। কবি গোবিন্দদাসের ব্যক্তি পরিচয়ের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করুন।

*** *** ***